FEB 22 [illegible]
তারিখ
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

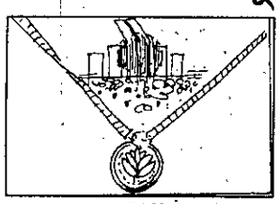

একুশে পদক

গত পরশু একুশে পদক ২০০১ ঘোষণা করা হয়েছে। একই দিনে এর আগের বছরের একুশের পদকপ্রাপ্তদের এই পদক প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে গত বছরের এই পুরস্কার প্রদান করেছেন।

আমাদের দেশে সরকারী এবং বেসরকারী– উভয় পর্যায়ে বেশকিছু পদক প্রদানের প্রথা চালু রয়েছে। সরকারীভাবে দেয়া পদকগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাসম্পন্ন একটি পুরস্কার এই একুশে পদক। একুশে পদকের সর্বপ্রধান গুরুত্ব এই কারণে যে, এই পদক বা পুরস্কার জড়িত একুশে ফেব্রুয়ারির নামের সঙ্গে। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, কতখানি বড় ব্যাপার, এ দেশের প্রতিটি মানুষের তা জানা। একুশে ফেব্রুয়ারির নামটিই জড়িত আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের সংস্কৃতির মর্যাদা সমুন্নত রাখার সংগ্রামের সঙ্গে, এক কথায় মাতৃভাষার জন্য এ দেশের মানুষের জীবন উৎসর্গ করার অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে। সেই একুশে ফেব্রুয়ারির স্মরণে একুশের নামাঙ্কিত এই পদক। সে জন্যই এই পদকের মর্যাদা এবং গুরুত্ব বিরাট। একুশে পদক ছাড়াও দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিবছর দেয়া হয় স্বাধীনতা পদক। এসব পদক প্রদানের মূল উদ্দেশ্য– পদকপ্রাপ্তদের গুণের স্বীকৃতি, তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁদের সম্মানিত করা। সেদিক থেকে এসব পদক বা পুরস্কার প্রদানের রীতিটি প্রশংসার যোগ্য। গুণীজনদের গুণের স্বীকৃতি আমাদের দিতে হবে সমাজে গুণকে উৎসাহিত করার জন্য, গুণীদের সামাজিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেয়ার জন্য। এ প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ করা যায়, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পুরস্কার অতীতে এমন ব্যক্তিকেও দেয়া হয়েছে যাকে পদকদানে পদকের মর্যাদা না বেড়ে বরং ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে প্রীত না হয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছে। এ ধরনের ত্রুটি রাষ্ট্রীয় জীবনে না থাকাই উচিত। পদক দেয়াটা যেমন বড় কথা, তেমনি কাকে দেয়া হচ্ছে– সেটা দেখা তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রদত্ত পদকের মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্যই এটি গুরুত্বপূর্ণ। একুশে পদক ২০০০ ছিল একটু ব্যতিক্রমী ধরনের। ঐ বছরের পদক দেয়া হয়েছে অন্যান্যের সঙ্গে পাঁচ ভাষাশহীদকে– শহীদ আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমদ ও শফিউর রহমানকে। বরকত সালাম রফিক জব্বার প্রমুখ ভাষাশহীদের নামে এর আগে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন পুরস্কার বা পদক ঘোষিত হয়নি। এটাই প্রথম। আর এই প্রথমবার তাঁদের নামে এই পদক ঘোষণা করার মাধ্যমে তাঁদের স্মৃতির প্রতি রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় কৃতজ্ঞতাই যে প্রকাশ করা হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এ প্রসঙ্গে শুধু এটুকুই বলা চলে, একুশে পদক যে একুশে ফেব্রুয়ারির নামের সঙ্গে জড়িত সেই একুশে ফেব্রুয়ারি নামক ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অনন্য ঘটনায় উৎস ভূমিতেই দাঁড়িয়ে আছেন এই বরকত সালাম রফিক জব্বার প্রমুখ। শুধু ইতিহাসের পাতায় নয়, এ দেশের মানুষের হৃদয়ে এঁদের অবস্থান, এঁরা হয়ে উঠেছেন প্রাতঃস্মরণীয়। এঁদের যে কোনভাবে হোক স্মরণ করলে, এঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলে মানুষ স্বাভাবিকভাবে খুশি হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য এঁরা জীবন উৎসর্গ করে এঁদের মর্যাদাকে যে পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে দিয়ে গেছেন সে পর্যায়টি যে কোন পুরস্কার বা পদকের চাইতে অনেক উঁচুতে।

সে জন্য তাঁদেরকে কোন মরণোত্তর পুরস্কার দেয়ার চাইতে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁদের নামেই পদক প্রচলন করে সে পদক দেশের গুণীজনদের দিলে সেটাই হবে অধিকতর উত্তম। তাঁদের নামাঙ্কিত পদক চালু হলে তাতে তাঁদের প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায়, ভাষা শহীদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আরেকটি উৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে তাঁদের নামে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, সেতু, স্কুল, কলেজ, কোন গুরুত্বপূর্ণ ভবন বা স্থাপনার নামকরণ করা। আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ও নিত্যব্যবহার্য স্থান, এলাকা বা রাস্তার নামকরণের সময় সবার আগে ভাষাশহীদদের কথাই ভাবা উচিত। কারণ একুশের চেতনায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে তাঁদের নাম। তাঁদের নামে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা স্থাপনার নামকরণ করা হোক– দেশের মানুষ এটাই চায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, গত বছর মানিকগঞ্জের সিংগাইরে ধল্লার কাছে ধলেশ্বরী নদীর ওপর একটি সেতুর নামকরণ করা হয় ভাষাশহীদ রফিকের নামে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সেতুর উদ্বোধন করেছিলেন। ঐ সিঙ্গাইর ভাষাশহীদ রফিকের জন্মস্থান। ঐ এলাকার মানুষের ইচ্ছা ছিল নবনির্মিত সেতুটির নাম রফিকের নামে রাখা হোক। সেটাই হয়েছে এবং মানুষ খুশিও হয়েছে।